

এখানেই অবভাস (appearance) ও সত্তাকে (Reality) কেন্দ্র করে বিষয় যেভাবে প্রতিভাত হয় এবং বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ কেমন—এই বিষয়কে কেন্দ্র করে দর্শনের জটিল সমস্যাটি দেখা দেয়। 'চিত্রকর জানতে চায় বিষয়টি দৃশ্যত কেমন দেখাচ্ছে ; সাধারণ মানুষ ও দার্শনিক জানতে চায় বিষয়টি আসলে কী?' তবে, দার্শনিকের জানা অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণমূলক হওয়ায় সেই জানার বিপত্তি অনেক।^১

উপরি-উক্ত রঙের আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, 'টেবিলের বিশেষ কোন একটি রঙ আছে' এমন কথা অসম্ভোচে বলা চলে না—উপরি-উক্ত ক্ষেত্রের কোন একটি রঙকে সঠিকরূপে এবং অন্য কোন রঙকে বৈঠিকরূপে গণ্য করার কোন যুক্তি নেই এবং তা প্রমাণ করাও যায় না। রঙ প্রসঙ্গে রাসেল আরও বলেন, রঙিন চশমার মাধ্যমে টেবিলটাকে দেখলে টেবিলের রঙ চশমার রঙ অনুসারে পরিবর্তিত হয় ; বর্ণাঙ্ক ব্যক্তি টেবিলকে ভিন্ন রঙের দেখে ; অন্ধকারে টেবিলের স্পর্শানুভব হলেও চোখ দিয়ে কোন রঙেরই প্রত্যক্ষ অনুভব হয় না। তাহলে টেবিলের রঙ কেবল দর্শকের ওপরই নির্ভর করে না, পারিপার্শ্বিক অনেক অবস্থার ওপরও নির্ভর করে। আলোকের তারতম্য, স্থানগত পার্থক্যজনিত দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, দূরত্ব, ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের জন্য যেসব রঙের তারতম্য ঘটে, সেইসব রঙের কোন একটিকে টেবিলের রঙরূপে গণ্য করা এবং অন্যান্য রঙগুলিকে ভ্রান্তরূপে বাতিল করার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই।

টেবিলের গঠন (texture) সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। খালি চোখে টেবিলটিকে মসৃণ দেখালেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখলে টেবিলটাকে উত্তল-অবতল সমন্বিত অমসৃণ দেখায়। আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাবশে আমরা মনে করতে পারি, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা টেবিলটাই খালি চোখে দেখা টেবিল অপেক্ষা বেশি ঠিক। কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে টেবিলটিকে দেখলে আমাদের পূর্বের ধারণাটি পরিত্যাগ করতে হবে ; কেননা সেক্ষেত্রে টেবিলটিকে অধিকতর অমসৃণরূপে—পাহাড়-পর্বত সমন্বিতরূপে—অনুভূত হবে। আসলে, খালি চোখের প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করা না গেলে অণুবীক্ষণযন্ত্রের ওপরও নির্ভর করা যাবে না, কেননা তা হল, 'অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে 'চোখ দিয়ে' দেখা। তাহলে, এক্ষেত্রেও এমন সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, টেবিলের গঠনগত অবভাসকেই আমরা জানি, প্রকৃত গঠন জানা সম্ভব নয়।

টেবিলের আকার-আকৃতি (Shape) প্রসঙ্গেও সমস্যাটি একই থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, বস্তুর আকৃতি যেভাবে প্রতিভাত (appearance) হয় আমরা তাকেই জানি, সঠিক আকৃতি (real shape) জানতে পারি না। যেমন, একই টেবিলকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হবে। টেবিলটি যদি আয়তাকার (rectangular) হয়, তাহলে প্রায় সব দিক থেকেই তার দুটি কোণকে সূক্ষ্মকোণ এবং অন্যদুটি কোণকে স্থূলকোণরূপে অনুভূত হবে। তেমনি আবার, আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহু দুটি যদি সমান্তরাল হয়, তাহলে দূরের দিকের বাহুদুটিকে ক্রমশ একবিন্দু অভিমুখীরূপে অনুভূত হবে। আবার বাহুদুটি যদি সমদৈর্ঘ্যের হয়, তাহলে দ্রষ্টার কাছের দিকের বাহুর দৈর্ঘ্য দূরের দিকের বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতররূপে

১. The painter wants to know what things seem to be, the practical man and the philosopher want to know what they are.

অনুভূত হবে। তাহলে, প্রশ্ন হল, টেবিলের সঠিক আকৃতিটা কেমন? বাস্তবিকপক্ষে, এক্ষেত্রেও, আমরা বস্তুর আসল আকার-আকৃতি জানতে পারি না, জানি তার প্রতিভাস বা অবভাস এবং ঐসব অবভাসিত আকার-আকৃতি থেকে আমরা সঠিক আকৃতির একটা ধারণা গঠন করি এবং তাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।